উত্তর॥ ভূমিকা : উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের চর্চায় যে ক-জন মুসলিম সাহিত্য সাধক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) সর্বাধিক খ্যাতিমান। তবে তাঁর খ্যাতির মূল উৎস 'বিষাদ-সিন্ধু' (রচনাকাল ১৮৮৫-১৮৯১) গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবন বিমুখ আচ্ছন্নতাকে অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয় পরবশ মানব-মানবীর হর্ষলোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এজন্যই 'বিষাদ-সিন্ধু'র চরিত্রসমূহ কিস্‌সা কাহিনির ক্রোড়োদ্ভূত হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত মৃত্তিকা সংলগ্ন হয়েও পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অপ্রধান চরিত্রসমূহও গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত।

অপ্রধান চরিত্রসমূহ : উপন্যাসে কোনো চরিত্রের গুরুত্বই কম নয়। প্রতিটি চরিত্রই কাহিনি বিন্যাসে, ঘটনা সংঘটনে এবং গ্রন্থের পরিণতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অপ্রধান চরিত্রগুলোও গ্রন্থের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে প্রতিভাত হয়। 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থের কাহিনি বিন্যাসে, প্রধান চরিত্রের বিকাশে এবং কাহিনির পরিণতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রসমূহ- মারোয়ান, মায়মুনা, সীমার, আব্দুল্লাহ জেয়াদ, মুহাম্মদ হানিফা, জয়নাব, আব্দুল ওয়াব, ওতবে অলীদ, জব্বার, মোসলেম, হামান, হারেস, কাসেম প্রভৃতি।

মারোয়ান : এজিদের মন্ত্রী এবং সেনাপতি। মাবিয়ার জীবিতকালেই এজিদের দক্ষিণ হস্তরূপ মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। প্রথম থেকেই আমরা অসম্ভব কৌশলী কূটনীতিক মারোয়ানের ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে পরিচিত হই। মারোয়ানই কৌশলে ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জব্বার ও জয়নাবের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। জয়নাব লাভের আশায় মারোয়ান এজিদকে সর্বক্ষণ সাহায্য করেছে। এজিদের শত্রু হাসানকে সংহার করার জন্যে মায়মুনাকে খুঁজে বের করাও তার কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিচক্ষণতাও তার কম ছিল না। তিনি বারংবার বাধা দিয়েছেন যাতে এজিদ জয়নাল আবেদীনকে হত্যা না করে। তাঁর উপদেশেই এজিদ

চলো শিখি

হানিফার সাথে সন্ধি স্থাপন করে অনিবার্য বিপদের হাত থেকে এজিদের রাজ্যকে রক্ষা করেছেন। অন্যদিকে ইমাম হোসেনের মৃত্যুর মূল কারণ এ মারোয়ান। কারণ তার কূটকৌশলের মায়মুনা জায়েদাকে হোসেন এর বিষ প্রয়োগে প্রেরণা যুগিয়েছে। সবশেষে ছদ্মবেশে গুপ্তচরের কাজ করতে এসে মহাবীর হানিফার রক্ষীদের হাতে বন্দি হয়। প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে জনগণ তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

মায়মুনা : দাসীরূপী এক পাষণ্ড নারী। প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই এ চরিত্রের সৃষ্টি। মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে বিশেষকরে 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র 'দুর্বলা দাসী'র সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। অর্থের জন্য কি জঘন্য পাপ মায়মুনা করেছিল, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। মায়মুনা এজিদ সেনাপতি মারোয়ান-এর কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে এবং ইমাম হোসেন-এর ঈর্ষাপরায়ণ দ্বিতীয় স্ত্রী জায়েদাকে বিষ সংগ্রহ করে দেয়। উদ্দেশ্য ইমাম হোসেনকে হত্যা। সবশেষে তাকে এজিদের আদেশে গলা পর্যন্ত মৃত্তিকায় পুঁতে প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করা হয়।

সীমার : সীমার নিষ্ঠুরতার প্রতীক। সে সাহসী এবং লোভী। অর্থই তার মূলমন্ত্র। অর্থের জন্য তিনি নীতি-আদর্শ প্রভৃতি সবকিছু বিসর্জন দিতে পারেন। নৃশংসতাই তার অস্ত্র। সে হযরত ইমাম হোসেনের মস্তক ছিন্নকারী। হানিফার হস্তে তাঁর মৃত্যু ঘটে কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেও কৃতকর্মের জন্যে তাঁর কোনো অনুশোচনা লক্ষ করা যায় না।

আবদুল্লাহ জেয়াদ : কুফা নগরীর অধিপতি। ইমাম হোসেনকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এবং মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে কুফায় আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু চক্রান্তে হোসেনকে পথভ্রান্ত করে কারবালায় যেতে বাধ্য করে। জেয়াদ-দামেস্ক অধিপতি এজিদের অনুগত এক নিকৃষ্ট ব্যক্তি। তার অপকর্মের শেষ নেই। শেষে মহাবীর হানিফার ভাই ওমর আলীর আঘাতে তার মৃত্যু হয়।

মুহাম্মদ হানিফা : হযরত আলীর সন্তান এবং একজন সাহসী পুরুষ। হোসেনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এজিদ ও মারোয়ান তাঁর নামে শঙ্কিত হয়ে পড়েন কিন্তু তিনিও দৈব্যের হাতের ক্রীড়নক। দৈব কারণেই তিনি এজিদকে হাতের কাছে পেয়েও নিধন করতে পারেননি। তবে নিয়তির বিধানকে অলঙ্ঘ্য জেনে, যেখানে অধিকাংশ চরিত্রই সংগ্রাম-বিমুখ, সেখানে হানিফা চরিত্র ব্যতিক্রম। দৈববাণী প্রভাবিত হলেও হানিফা চরিত্রের উন্মোচনে নাটকীয়তার অবকাশ ছিল। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে যেমন নিয়তিকে অস্বীকার করতে গিয়েই মানব-মহিমার উজ্জ্বল উন্মেষ ঘটে, এ চরিত্রেও অনুরূপ নাটকীয় সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। সম্ভবত পরিণামের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্বারোপের কারণে যথাযথ রূপ লাভ করতে পারেনি।

জয়নাব : 'বিষাদ-সিন্ধু'র সমস্ত ঘটনাই জয়নাবকে কেন্দ্র করে। জয়নাব প্রথম স্বামী জব্বার কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে পরিণীতা হযরত হাসানের সঙ্গে। এ জয়নাবের রূপে উন্মাদ হয়ে পাষণ্ড এজিদ ষড়যন্ত্রের মোহজাল বিস্তার করে। এজিদ ও হাসান-হোসেন এর সংঘর্ষের মূল কারণ জয়নাব। তাকে কেন্দ্র করে 'বিষাদ-সিন্ধু'র যাবতীয় ঘটনা প্রবাহিত হলেও জয়নাব চরিত্রের তেমন কোনো বিকাশ সাধিত হয়নি।

আবদুল ওহাব : কারবালা প্রান্তরে হোসেনের পক্ষের অন্যতম সেনানী। ফোরাত মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বীরবেশে যুদ্ধযাত্রা করে। তাকে উৎসাহিত করে তার স্ত্রী এবং সাহসিকা মাতা। তিনি যুদ্ধে শহিদ হন। তার মাকে এজিদের সৈন্যরা হত্যা করে।

ওতবে ওলীদ : এজিদ পক্ষের সেনাপতি। তার অপকর্মের শেষ নেই। শেষে হানিফার পক্ষে যোগদান করেন এবং ইসলামের ধর্মে দীক্ষালাভ করে। এজিদ পক্ষ ছেড়ে হানিফার পক্ষ গ্রহণ করায় এজিদের সৈন্যরা তাকে হত্যা করে।

জব্বার : সুন্দরী জয়নাবের প্রথম স্বামী। জব্বার অর্থলোভী। মারোয়ানের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে জব্বার তাঁর স্ত্রী জয়নাবকে তালাক দেন। জয়নাব তালাক দেওয়ার পশ্চাতে এজিদের ভগ্নি সালেহাকে বিবাহ করার লোভ। একবার ছদ্মবেশ ধারণ হযরত হাসানের কাছে এসেছিল এজিদের কুমতলব জানানোর জন্য।

মোসলেম : জয়নাবকে বিবাহ প্রস্তাব দানের জন্য এজিদ কর্তৃক প্রেরিত দূত। বিবাহ প্রস্তাবে আব্বাস ও ইমাম হাসানের ইচ্ছা বহনকারী। এজিদের আদেশে মোসলেম নিহত হয়। পরবর্তীতে অর্থলোভের জন্য হারেস মোসলেমের দুই পুত্রকে হত্যা করে।

হামান : এজিদের প্রাজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী। বরাবরই হামান ধীরস্থির। তিনি সবসময় এজিদকে সৎপথে জীবনযাপনের জন্য সুপরামর্শ দিতেন। ক্ষুব্ধ এজিদ তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। মহাবীর হানিফার যুদ্ধ জয়ের ফলে বন্দিত্ব হতে মুক্তিলাভ এবং জয়নুল আবেদীন কর্তৃক মুসলিম জাহানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

চলো শিখি

হারেস : মোসলেমের দুই পুত্রকে বন্দিকারী। তাদের হত্যা করে। তিনি কুফা অধিবাসী। অর্থলোভের কারণে নিজ পুত্র, এক পালকপুত্র এবং স্বীয় পত্নীকে হত্যা করেন।

কাসেম : কাসেম হযরত হাসানের পুত্র। কারবালার প্রান্তরে হোসেনের কন্যা সখীনার সাথে বিয়ে হয়। যখনই তার জীবনে বিবাহের লগ্ন এসেছিল-সাথে সাথে এসেছিল বিষাদের অগ্নি শিখা। বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মাধ্যমে কারবালা প্রান্তরে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন।

উপসংহার : মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে বড় চরিত্রের পাশাপাশি অনেক ছোট চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে কাহিনি বিন্যাসে, ঘটনা সংঘটনে, প্রধান চরিত্রের সহায়ক হিসাবে, সর্বোপরি কাহিনির পরিণতিতে ক্ষুদ্র চরিত্রগুলোর ভূমিকা অত্যধিক। তাই 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে প্রতিটি ক্ষুদ্র চরিত্র স্বমহিমায় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে।

চলো শিখি